সংবাদ

তারিখ 18 MAR 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

২৪ বছরেও এমপিওর আওতায় আসেনি ১০ হাজার কলেজ শিক্ষক

রাকিব উদ্দিন

২৪ বছরেও এমপিওভুক্তির আওতায় আসেনি অনার্স-মাস্টার্স পাঠদানকারী বেসরকারি কলেজ শিক্ষকরা। এমপিওভুক্তি বা বেতনভাতা না পাওয়ায় অনার্স-মাস্টার্স পাঠদানকারী সারাদেশের ৪৯৫টি বেসরকারি কলেজের প্রায় দশ হাজার শিক্ষক মানবেতর জীবনযাপন করছেন। বেতনের নিশ্চয়তা না থাকায় এসব কলেজে শিক্ষকতায় আসছে না মেধাবী শিক্ষকরা। খণ্ডকালীন ও ইন্টারমেডিয়েট পাঠদানকারী শিক্ষক দিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীভুক্ত অনার্স-মাস্টার্স কোর্সে পাঠদান কার্যক্রম চালাতে হচ্ছে। এতে কলেজের শিক্ষার খরচ ও বাণিজ্যিকরণ লাগামহীনভাবে বাড়ছে।

বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার এবং আওয়ামী লীগ সরকার শিক্ষকদের এই সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েও তা বাস্তবায়ন করেনি বলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। সর্বশেষ সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় সংসদীয় স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকেও বেসরকারি কলেজের অনার্স-মাস্টার্স কোর্সের প্রায় দশ হাজার শিক্ষকের এমপিওভুক্তির সুপারিশ করেছে বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে এমপিওভুক্তির দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসা 'বেসরকারি কলেজ অনার্স-মাস্টার্স শিক্ষক সমিতির সভাপতি নেকবর হোসাইন সংবাদকে বলেন, 'এমপিও সুবিধা না পাওয়া পর্যন্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ মোতাবেক অধিভুক্ত বেসরকারি অনার্স-মাস্টার্স কলেজে নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষকদের সরকারি স্কেল অনুযায়ী ২২,০০০ টাকা বেতন দেয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু শহর অঞ্চলের কয়েকটি কলেজ ব্যতীত প্রায় দেশের সকল কলেজই নামমাত্র মাসিক ২,৫০০ থেকে ৭,০০০ টাকা সম্মানি দেয়া হয়। এই সামান্য টাকার চাকরিতে শিক্ষকরা পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতন জীবনযাপন

কলেজ : পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

কলেজ : শিক্ষক

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

করছে।' ১৯৯২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৯৩-৯৪ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজ পর্যায়ে অনার্স-মাস্টার্স কোর্স চালু হয়। বর্তমানে ১৯৮২ সালে প্রণীত জনবল কাঠামো অনুযায়ী ইন্টারমিডিয়েট একজন এবং ডিগ্রি পাস কোর্সের প্রতি বিষয়ের জন্য একজন শিক্ষক (মোট ২ জন) এমপিওভুক্ত হয়। অনার্স-মাস্টার্স কোর্স চালু করতে প্রতি বিষয়ের জন্য কলেজে কমপক্ষে ৬/৮ জন শিক্ষক নিয়োগের আবশ্যকতা হয়েছে। সেই অনুযায়ী বেশির ভাগ বেসরকারি কলেজেই শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে বা হচ্ছে। কিন্তু অনার্স-মাস্টার্স কোর্স চালু হওয়ার পর প্রতি বিষয়ের জন্য শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির অনুপাত বাড়ানো হয়নি। এদিকে যেসব কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স-মাস্টার্স কোর্স চালু করা হয়েছে, সেসব প্রতিষ্ঠানে ইন্টারমেডিয়েট ও ডিগ্রি পাস কোর্সে পাঠদানকারী শিক্ষকদের বাধ্য হয়েই অনার্স-মাস্টার্স কোর্সের শিক্ষার্থীদের পাঠদান করতে হচ্ছে। এর বিনিময়ে শিক্ষকদের আলাদা সম্মানি ভাতা প্রদান করা হয় না, পদোন্নতিও নেই। এসব শিক্ষক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী অনার্স-মাস্টার্স কোর্সের সব ধরনের পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করতেও বাধ্য থাকেন। এমপিওর আওতায় না আসায় শিক্ষকরা অভিজ্ঞতার নিরিখে টাইম স্কেল, পদোন্নতি এবং অবসর ভাতা পান না। তারা পান না কোন সরকারি স্বীকৃতিও।

শিক্ষকরা জানায়, ১৯৯২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর অনার্স-মাস্টার্স পাঠদানকারী বেসরকারি কলেজগুলোকে এমপিওর আওতায় আনার জন্য তৎকালীন বিএনপি সরকারের কাছে শিক্ষকরা দাবি জানালেও শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার এই দাবি আমলে না নিয়ে ওই সময় টাঙ্গাইলের একটি কলেজকে (বাক্ষণশাসন গণমহাবিদ্যাল) এমপিওভুক্ত করেন। এতে কোন ধরনের এমপিও নীতিমালা অনুসরণ করা হয়নি। এই কলেজটিকে এমপিওভুক্ত করার পর অনার্স-মাস্টার্স পাঠদানকারী কোন বেসরকারি কলেজকে আর এমপিওভুক্ত করা হয়নি।

আন্দোলনে শিক্ষকরা : এমপিওভুক্তির দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছেন বেসরকারি অনার্স-মাস্টার্স কলেজের শিক্ষকরা। সর্বশেষ গত ১৬ মার্চ 'বেসরকারি কলেজ অনার্স-মাস্টার্স শিক্ষক সমিতি'র ব্যানারে গাজীপুরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সামনে মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়।

মানববন্ধন শেষে জাবি ভিসি প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করেন সংগঠনের সভাপতি নেকবর হোসাইন। এ সময় জাবি ভিসি বলেন, শিক্ষকদের দাবির বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবহিত রয়েছে। কিছু বিষয়ে তারা কাজ করে যাচ্ছেন। শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি ও এমপিওভুক্তকরণের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করার আশ্বাস দেন ড. হারুন-অর-রশিদ। শিক্ষকদের দাবির মধ্যে রয়েছে চলতি অর্থ বছরেই কলেজে অর্নাস-মাস্টার্স কোর্সে নিয়োগকৃত শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি, এমপিওভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কলেজ কর্তৃক ছাত্রছাত্রীদের নিকট থেকে আদায়কৃত বেতনের টাকা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিয়ে সেখান থেকে ১০০ ভাগ বেতন প্রদান, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সকল সরকারি কলেজকে অবিলম্বে আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্তকরণ, এমপিও না হওয়া পর্যন্ত কলেজে নতুন অনার্স ও মাস্টার্স অধিভুক্তি কিংবা শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রাখা, নিয়োগকৃত শিক্ষকদের চাকরি ২ বছর পর অটো স্থায়ীকরণ, শুধুমাত্র অর্নাস-মাস্টার্স কোর্সে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মধ্য থেকে পর্যায়ক্রমে বিভাগীয় প্রধান নির্ধারণের প্রজ্ঞাপন জারি, সরকারিকরণ হলে প্রথম ধাপেই অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সের শিক্ষকদের আত্মীকরণ সুবিধা দেয়া, অর্নাস-মাস্টার্স কোর্সে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের দ্বারা অর্নাস-মাস্টার্স পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ণের ব্যবস্থা করা ও খণ্ডকালীন শিক্ষকদের অবিলম্বে পূর্ণকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া।